# কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৯তম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আশ্বিন-১৪৩২, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-২০২৫ ❑ পৃষ্ঠা ৮



কৃষি তথ্য সার্ভিস হবে কৃষির প্রাণ– কৃষি সচিব ... ৩

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষে পাকুন্দিয়ার কৃষকের সফলতা ... ৪

সার সংকটের কোনো সম্ভাবনা নেই ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ... ৫

তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা নাবিলের জলাবদ্ধ জমিতে ডালি ... ৭


## ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য ফোরাম ২০২৫ যোগ দিয়েছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইতালির রোমে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব খাদ্য ফোরাম ২০২৫-এ যোগ দিয়েছে কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে আরও রয়েছেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ও অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি উইং) ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান।

উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ফোরামে দেশের কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিয়ে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সদস্য দেশগুলোর সাথে বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা ইতালির ইন্টেরিয়র মিনিস্টারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

উল্লেখ্য, ইতালির রোমের জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিতব্য এ ফোরাম ১০ অক্টোবর শুরু হয়ে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ) ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য ফোরাম ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করেন (বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫)।-পিআইডি

## কোনো অবস্থাতেই ফসলি জমি নষ্ট করা যাবে না – মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই ফসলি জমি নষ্ট করা যাবে না। দুই ফসলী ও তিন ফসলী জমিতে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। কৃষি জমি সংরক্ষণে কঠোর বিধান রেখে ভূমি ব্যবহারও কৃষি ভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ণের কাজ চলছে। মাননীয় উপদেষ্টা আজ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিগত এক (০১) বছরে মন্ত্র পালয়ের সাফল্য, অর্জন ও সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের *এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*

## উফশী জাত উদ্ভাবনে প্রায় বিশ কোটি মানুষের খাদ্যসংস্থান সম্ভব হয়েছে - কৃষি সচিব

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ১৯৭৪ সালে দুবেলা খাবার পাওয়া এ দেশের সাধারণ মানুষের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কৃষি বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন উফশী জাত উদ্ভাবনে বর্তমান সময়ে প্রায় বিশ কোটি মানুষের খাদ্য সংস্থান করা সম্ভব হয়েছে। এখন আমাদের খাদ্যে বৈচিত্র্য এসেছে। রাসায়নিক সারের আমদানি কমাতে মাঠপর্যায়ে সঠিক ও পরিমিত ব্যবহারের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। কৃষি সচিব ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকালে খুলনার শিববাড়ি মোড়ের সিটি ইন হোটেলে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook ২০৫০' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির *এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুরে আয়োজিত এন-৩১তম বুনিয়াদি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে একটি প্রতিষ্ঠান সংযুক্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি বিষয়ক ১১টি প্রতিষ্ঠানের মোট ১২০ জন বিজ্ঞানী উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) তত্ত্বাবধানে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কনফারেন্স রুমে দিনব্যাপী কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সাইফুল আলম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাটার মহাপরিচালক মো: সাইফুল আজম খান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডিএই, এআইএস, সিডিবি এবং নাটার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রতিষ্ঠান ও উইং প্রধানগণ নিজ নিজ দপ্তরের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। সবশেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ কৃষি সম্প্রসারণের এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। *কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা*

রাজধানীর ফার্মগেটে তুলা ভবনে, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মো. রেজাউল আমিনের সভাপতিত্বে বিশ্ব তুলা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু। প্রধান অতিথি বলেন, বাংলাদেশ প্রায় ২.৫% তুলা উৎপাদন হয়। বাকি ৯৭% তুলা আমদানী করতে হয়। গবেষণার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ এস এম গোলাম হাফিজ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. লুৎফর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উপপরিচালক মো. কুতুব উদ্দিন, এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কৃষক প্রতিনিধিগণ। *কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা*

## নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে –সিকৃবি উপাচার্য

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম বলেছেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। শুধু খাদ্যের প্রাচুর্য নয়, আমাদের নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। আগামী প্রজন্মকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে হলে নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক প্রযুক্তি কৃষিখাতে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে। তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, চাকরির পেছনে ছোটা নয়, বরং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করো। তোমাদের উদ্ভাবনী শক্তি, জ্ঞান, পরিশ্রম ও স্বপ্নই পারে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল, উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে।

তারুণ্যের উৎসবে অতিথিবৃন্দ

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সরকার ঘোষিত 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর আয়োজনে এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় 'তারুণ্যের উদ্ভাবনী শক্তি, কৃষি রূপান্তরের চালিকা শক্তি' শীর্ষক সেমিনার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিমের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিকৃবি ট্রেজারার

*এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩*

## রংপুরে উদ্ভাবনী কৃষিতে IoT ডিভাইস ও সেন্সরের ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হাবিবুল্লাহ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

উদ্ভাবনী কৃষিতে IoT ডিভাইস ও সেন্সরের ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা রংপুরে গত ০৪ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি. ব্রাক লার্নিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হাবিবুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জনাব ড. মোহাম্মদ কাজী মজিবুর রহমান ও উপপরিচালক (প্রশাসন) কৃষিবিদ মোঃ মুরাদুল হাসান।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। যেখানে অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার মূলভিত্তি কৃষি। জলবায়ু পরিবর্তন, জমির উর্বরতা হ্রাস, শ্রমিক সংকট ও উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি কৃষিকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। তবে প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

*এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩*

# বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি নিয়ে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত জনাব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, অতিরিক্ত সচিব, গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্র, কুমিল্লার আয়োজনে বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল ও ঢাকা অঞ্চলের সহযোগীতায় বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লার প্রশিক্ষণ কক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে "কুমিল্লা অঞ্চল উপযোগী বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি সমূহ বিদ্যমান শস্যবিন্যাসে অন্তর্ভুক্তিকরণ" শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আজিজুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহবুবুল আলম তরফদার। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ড. মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, ফলিত গবেষণা এবং সম্প্রসারণ বিভাগ, বিনা ময়মনসিংহ; ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, বিনা উপকেন্দ্র কুমিল্লার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ হাসানুজ্জামান রনি। কৃষকের জন্য ঝুঁকিমুক্ত, লাভজনক উন্নত জাত, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এমন সহিষ্ণু জাত কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বজায় রাখাই এ কর্মশালার উদ্দেশ্য।

*মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা*

# বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির উদ্যোগে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন প্রশিক্ষণ

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু অতিরিক্ত সচিব গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি, গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত "মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে তরুণদের ভূমিকা" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবু জুবায়ের হোসেন বাবলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কৃষি উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করতে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে বীজ প্রত্যয়ন সেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি তরুণ বীজ উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। এতে দেশের কৃষি উৎপাদন টেকসই ও আধুনিক হবে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির পরিচালক মোঃ জয়নাল আবেদীন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. এম. ময়নুল হক, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, গাজীপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সাইফুল আজম খান, মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ শামছুর রহমান খান, উপ-পরিচালক, বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি (এসসিএ)। তিনি বীজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, সিড সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া, বীজ আইনের প্রয়োগ এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের বীজ খাতে সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় বেসরকারি বীজ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং বিভিন্ন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। (মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫)

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃতসা, ঢাকা*

# বরিশালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কৃষি রুপান্তর

শেষ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, চলতি বছরে নিরাপদ উপায়ে উৎপাদিত ২৭ লাখ মেট্রিক টন আমের মধ্যে ২ হাজার ৩ শত মেট্রিক টন রপ্তানী করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি আরো বলেন, যেহেতু দিনদিন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তাই কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি ডিএই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এফএও প্রতিনিধি সুস্মিতা বনিক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শিকদার, ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. খয়ের উদ্দিন মোল্লা, ফরিদপুর সদরের পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনকারী শাহিদা বেগম, পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার কৃষক মোহাম্মদ খোকন প্রমুখ। কর্মশালায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা এবং বীজ উৎপদনকারী মিলে শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

*নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

# রংপুরে উদ্ভাবনী কৃষিতে IoT ডিভাইস ও সেন্সরের

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

করে ফসল উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে। উন্নত যান্ত্রিক চাষাবাদ, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম।

*কৃষিবিদ শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর*

# বগুড়ায় সুস্বাস্থ্যের জন্য ফলিত পুষ্টিবিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সিরাজগঞ্জের আয়োজনে 'সুস্বাস্থ্যের জন্য ফলিত পুষ্টি' বিষয়ক সেমিনার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়ার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া।

প্রধান অতিথি বলেন, পুষ্টি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সঠিক নিয়মে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণই ফলিত পুষ্টি। এই ক্ষেত্রে আমাদের বেড়েই চলেছে। এজন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাবার গ্রহণে আলোচনা, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা বিতরণ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার প্রচারণা করে সব স্তরের মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ জুলফিকার হায়দার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোঃ আঃ মজিদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ। অনুষ্ঠানে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া

সঠিক খাদ্য নির্বাচন, নির্বাচিত খাদ্য রান্নার জন্য প্রস্তুতকরণ, যথাযথ উপায়ে রান্না করা ও যথা নিয়মে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় মুখ্য ও গৌণ পুষ্টি উপাদান সরবরাহের জন্য দেশি মৌসুমী ফল, জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ দানা ফসল গ্রহণের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, পুষ্টিজ্ঞানের অভাব ও খাদ্য গ্রহণের নিয়ম না মানায় দেশে প্রতিনিয়ত ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, স্ট্রোক, কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তস্বল্পতা, রাতকানার মতো রোগ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন কৃষিবিদ কামাল উদ্দিন তালুকদার, অতিরিক্ত পরিচালক (অব.) ও কৃষিবিদ সোহেল মোঃ শামসুদ্দীন ফিরোজ, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া। স্বাগত বক্তব্য ও কার্যক্রমের ভিডিও প্রদর্শন করেন উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক মোরসালীন জেবীন তুরিন। দিনব্যাপী সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি ও অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

*মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা*

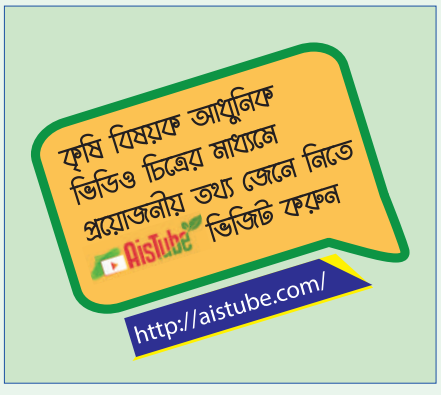


AisTube
'এআইএস টিউব'

# সফল মাল্টা চাষে নজর কেড়েছেন হযরত আলী আকন্দ

শেরপুর সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের গ্রাম রৌহা। ২০১৮ সালে শেরপুর সদর উপজেলার রৌহা গ্রামে ৯ একর জমিতেই গড়ে তোলেন ফলের বাগান। বাগানের নাম 'মা-বাবার দোয়া ফ্রুট গার্ডেন নার্সারি অ্যান্ড অ্যাগ্রো ফার্ম। ২০১৯ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার মাল্টা গাছের চারা রোপণ করেন এখানে দেশি-বিদেশি ও বিলুপ্ত প্রায় বিভিন্ন প্রজাতির ফল গাছের চারার পাশাপাশি ১০ থেকে ১২ ধরনের ফলের আবাদ হচ্ছে। বর্তমানে সদর উপজেলার রৌহা, কামারিয়া, ভাতশালা ও বলাইয়েরচর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ২৬৪ একর জমিতে ১৮টি ফল বাগান ও নার্সারি রয়েছে হজরত আলীর। এসব বাগানে মাল্টা ছাড়া দেশি-বিদেশি ও বিলুপ্ত প্রজাতির ফলদ গাছের চারা রয়েছে। রাসায়নিক সারের বদলে জৈব বা প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করা হয়। জৈব কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে পোকা দমন করা হয়। আছে মৎস্য, পোলট্রি ও ডেইরি খামার।

গত বছর হজরত আলীর বাগানে ১ হাজার ৭৫০ টন মাল্টা উৎপাদিত হয়। আর অন্যান্য ফল হয়েছে ২৫০ টন। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার ফল বিক্রি করেন তিনি।

দেশে সাফল্যের পর হজরত আলীর স্বপ্ন এখন বিদেশ ঘিরে। তাঁর মতে, 'দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে মাল্টা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে চাই'। আমাদের সমাজের তরুণ যুবক-যুবতী হজরত আলীর মতো কৃষি উদ্যোক্তা হতে পারলে দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়ন সম্ভব হবে।

*সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ*

# নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক ড. এ.টি.এম মাহবুব-ই-ইলাহী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ লুৎফুর রহমান; ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সামিউল আহসান তালুকদার ও প্রক্টর প্রফেসর ড. জসিম উদ্দিন আহাম্মদ।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরসির কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সদস্য পরিচালক ড. মোঃ মোশাররফ উদ্দিন মোল্লা। সেমিনারে 'তারুণ্যের উদ্ভাবনী শক্তি, কৃষি রূপান্তরের চালিকা শক্তি' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএআরসির কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আব্দুস সালাম।

সেমিনারে তরুণদের উৎসাহিত করতে সারাদেশ থেকে কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ১০ জন উদ্যোক্তা তাদের সফলতার গল্প উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী, তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএআরসির কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, বিভিন্ন এনজিও ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৬০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

*জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট*

# চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত কাঞ্চন পেয়ারা, কৃষিখাতে এক নতুন সম্ভাবনা

উপজেলার রৌশনহাট বাজার, খানহাট বাজার, বাগিছাহাট বাজার প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে পেয়ারা কেনাবেচা

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার সুস্বাদু কাঞ্চন পেয়ারা সারা দেশে বিশেষ কৃষিপণ্য হিসেবে সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেছে। চন্দনাইশ উপজেলার হাসিমপুর, দৈয়দাবাদ ও কাঞ্চননগর এলাকায় এ জাতের পেয়ারা উৎপাদন শুরু হয় এবং বেশি উৎপাদন হয় বলে নামকরণ করা হয়েছে কাঞ্চন পেয়ারা। চন্দনাইশ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কয়েক দশক ধরে বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারা চাষ করে আসছেন ২০০০ জন কৃষক।

উপজেলা কৃষি অফিসার জানান, চাষিদের আধুনিক পদ্ধতিতে পেয়ারা চাষে উদ্বুদ্ধ করতে প্রশিক্ষণ, রোগবালাই দমনে সহায়তা, প্রণোদনা প্রদান, উপকরণ বিতরণ ও বাগান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলমান রয়েছে। চন্দনাইশ উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৭৫০ হেক্টর জমিতে পেয়ারা চাষ হয়েছে। তার মধ্যে ৭৩০ হেক্টর জমিতে কাঞ্চন পেয়ারা ও বাকি ২০ হেক্টর জমিতে অন্যান্য জাতের পেয়ারা চাষ করেছেন চাষিরা। প্রতি হেক্টর জমিতে ১৫ মেট্রিক টন পেয়ারা উৎপন্ন হয়।

ব্যবসায়ীরা সহজেই পেয়ারা তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে পরিবহন করতে পারেন। পেয়ারা চাষীরা বলেন, সঠিক পরিকল্পনা, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ে কাঞ্চন পেয়ারা বাংলাদেশের একটি অন্যতম কৃষিপণ্যে পরিণত হতে পারে।

*অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম*

# সার সংকটের কোনো সম্ভাবনা নেই
## – মহাপরিচালক, ডিএই

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো: ছাইফুল আলম সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী জেলার প্রকল্প অবহিতকরণ সভা প্রশিক্ষণ হল, উপপরিচালকের কার্যালয়, খামারবাড়ি, নরসিংদীতে ০৯ অক্টোবর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো: ছাইফুল আলম।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বলেন ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সারের পর্যাপ্ত মজুদ দেশেই আছে। এপ্রিল মাসের মধ্যে পুরো অর্থবছরের সারের চালান চলে আসবে। তিনি আরও বলেন, সার নিয়ে কোন ধরনের সিন্ডিকেট করা যাবে না। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ডিলার নিয়োগ হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে ৩ জন করে ডিলার নিয়োগ হবে। এছাড়া ৯টি সেল সেন্টার থাকবে। ডিলার নিয়োগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিয়ে একটি রেজিস্ট্রেশন কমিটি করা হবে।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন ঢাকা অঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য উৎপাদনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। রাজধানী ও আশপাশের জেলাগুলোতে চাষযোগ্য জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায় সীমিত জমিতে অধিক ফসল ফলাতে আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত বীজ ও কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে কৃষি প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম মজুমদার জানান, প্রকল্পের আওতায় ধান, সবজি ও ফলের উন্নত জাত সরবরাহ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জৈবসার ও সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থাপনা চালু করা হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বাড়ানো হচ্ছে।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মো: আজিজুল হক, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, নরসিংদী। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোছা: শারমিন সুলতানা, সিনিয়র মনিটরিং অফিসার, ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: ওবায়দুর রহমান মণ্ডল, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ড. মোহাম্মদ কাজী মজিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

সভাপতিত্ব করেন ড. মো: জাকির হোসেন,অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল। এছাড়া জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ, উপজেলা কৃষি অফিসারগণ, বিএডিসি এর কর্মকর্তাগণ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণসহ নরসিংদী জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ও কৃষক প্রতিনিধিগন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

*কৃষিবিদ সাবরিনা, কৃতসা, ঢাকা*

# নওগাঁর ধামইরহাটে উদ্বুদ্ধকরণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

পোকামাকড় দমনে উদ্বুদ্ধকরণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে ধান ফসলে মাজরা, ব্লাষ্ট ও বাদামী গাছ ফড়িং দমনে উদ্বুদ্ধকরণ বৈঠক ধামইরহাট পৌরসভা ব্লকের উত্তর চকযদু পার্টনার ফিল্ড স্কুল প্রাঙ্গনে গত ১৪ই অক্টোবর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। ধামইরহাট উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার কৃষিবিদ অভিজিৎ কুমার কুন্ডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো: তৌফিক আল জুবায়ের। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর রাব্বি এবং উপসহকারী কৃষি অফিসার মো: মাসুদ রানা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদেরকে জৈবিকভাবে পোকামাকড় দমনে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করতে হবে। তিনি উপস্থিত সকল কৃষককে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে ধানের পোকা দমনে জৈবিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান এবং কৃষি অফিসের সর্বাত্বক সহযোগীতার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উক্ত উদ্বুদ্ধকরণ বৈঠকের মাধ্যমে চকযাদু পার্টনার স্কুলের উদ্বোধন হয় এবং উক্ত বৈঠকে গ্রামের আরো কৃষকদের নিয়ে ধানে পরিমিত সার ব্যবহার, মাজরা পোকা, লেদা পোকা, ব্লাষ্ট ও বাদামী গাছ ফড়িং দমনসহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। উদ্বুদ্ধকরণ বৈঠকে উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিকসহ প্রায় ২০০ জন কৃষক-কিষাণী উপস্থিত ছিলেন।

*দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী*

# কৃষি তথ্য সার্ভিস হবে কৃষির প্রাণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশনের সাথে যুগপৎ কাজ করতে হবে। কৃষি কল সেন্টারে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, প্রতিটি কৃষকের কলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সকল শাখাকে আধুনিকায়ন করতে প্রয়োজনে প্রকল্প বা কর্মসুচী গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন তিনি। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৫০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিস একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য প্রচারের বড় মাধ্যম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু। এছাড়া কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার বি এম রাশেদুল আলম, উপ-পরিচালক (গণযোগাযোগ) ফেরদৌসী ইয়াসমিনসহ কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরস্থ ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

*কৃষিবিদ সাবরিনা, কৃতসা, ঢাকা*

# কোন অবস্থাতেই ফসলি জমি নষ্ট করা যাবেনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, গত এক বছরে ৮৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার, বীজ ও চারা এবং অন্যান্য সহায়তা বাবদ ৮৯৩ কোটি ২০ লক্ষ কোটি টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দেশে আমন- ১৬৫.১৪৫ লক্ষ মে. টন (চালে), আউশ-২৭.৯৩৪ লক্ষ মে. টন (চালে), বোরো- ২২৬.০৮২ লক্ষ মে. টন (চালে), মোট ধান (চালে) ৪১৯.১৬১ মে.টন, আলু- ১১৫.৭৩৬ মে. টন, গম- ১০.৪১১ মে. টন, ভূট্টা- ৭৩.৯৯৪ মে.টন, পেঁয়াজ- ৪৪.৪৮৭ মে. টন, রসুন- ৭.৮৮৭ মে. টন, আদা- ২.৫১৪ মে. টন, কাঁচা মরিচ- ১৬.৪২৮ লক্ষ মে. টন উৎপাদিত হয়েছে। সারের বকেয়া ২০,৬৯১ কোটি টাকাসহ মোট ২৭,৬৮৪.৯৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। রাশিয়া থেকে বিনামূল্যে ৩০,০০০ মে. টন সার প্রাপ্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সার আমদানীর সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়ায় সরকারের ২৩৩.৬১ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ হালনাগাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পাটকলের অব্যবহৃত গুদামকে সার মজুতের জন্য ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে উপদেষ্টা জানান।

মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, "International Islamic Trade Finance Corporation বিএডিসিকে সার ক্রয়ে ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত এক বছরে ২,৬৪৬.১১ টাকা ব্যয়ে ০৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ০৩টি পরিমার্জন ও ০২টি প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে।' শাক-সবজি সংরক্ষণে ১০০ মিনি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হচ্ছে। পেঁয়াজ ও আলু সংরক্ষণের জন্য এয়ারফ্লো মেশিন ও বিশেষ ঘর নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। আলুর দাম হিমাগার গেইটে সর্বনিম্ন ২২ টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কৃষকের কাছ থেকে ৫০,০০০ মে. টন আলু ক্রয় করা হবে বলে উপদেষ্টা জানান।

মাননীয় উপদেষ্টা তার দায়িত্বকালীন সময়ে কৃষিপণ্য রপ্তানি আয় ১০% বৃদ্ধি, চীনে প্রথমবারের মতো আম রপ্তানি, চলতি মৌসুমে ৬২ হাজার ৫১ টন আলু রপ্তানি হয় এবং গাবতলীতে রপ্তানীর জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ হচ্ছে বলে জানান। উপদেষ্টা বলেন, 'ফল ও সবজি চাষে উত্তম কৃষি চর্চার (GAP) অনুসরণ করা হচ্ছে। ১৫টি ফসল যথা আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেগুন, বরবটি, লাউ, পটল, কাঁচা পেঁপে, আলু, বাঁধাকপি, চিচিঙ্গা, করলা, কচুর লতি, আনারস ও জারা লেবু- GAP প্রোটোকল এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। দেশে উৎপাদিত আঁশ তুলাকে (Raw Cotton)- কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা ০৫ জুন ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষায় আকাশমণি ও ইউক্যালিপটাসের চারা ধ্বংস করা হয়েছে, বিপরীতে প্রতি চারায় ৪ টাকা প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। ৩৩ লাখ দেশীয় জাতের ফলজ ও বনজ গাছ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই, আধুনিক কৃষি ও সবার জন্য পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতে কৃষি উন্নয়ন রূপরেখা পরিকল্পনা ২০২৫-২০৫০ তৈরি করা হচ্ছে। বিনা, ব্রি, বারি ও বিএআরসি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের জাত ও নতুন বীজ উদ্ভাবন দ্রুত মাঠে পৌঁছাতে সমন্বিত বীজ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দেশের প্রতিটি ভূমি মৌজাকে ডাটাবেইজের আওতায় এনে সার, বীজ, বালাইনাশক, সেচ, ফসল বৈচিত্র্য, আবহাওয়া ও রোগ-বালাইসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সন্নিবেশিত করে একটি মোবাইল অ্যাপস 'খামারি' চালু করা হয়েছে। কৃষকের পণ্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে প্রণোদনা হিসেবে কৃষি বিভাগের ট্রাক ও ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহারের, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে আধুনিকীকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণায় সম্পৃক্তকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বীজ ব্যবস্থাপনা অনলাইনভিত্তিক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

# তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা নাবিলের জলাবদ্ধ জমিতে ডালি পদ্ধতিতে সবজি চাষে সফলতা

ডালি পদ্ধতিতে লাউ চাষে সফল তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা নাবিল

উপজেলা কৃষি অফিস, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেটের সার্বিক নির্দেশনায় কলেজ পড়ুয়া তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা নাবিল হাসান তার পরিবারের সহযোগিতায় ডালি পদ্ধতিতে সবজি চাষ করেন। এই তরুণ উদ্যোক্তা প্রায় ৬৫ শতাংশ পতিত জলাবদ্ধ জমিতে লাউ, মিষ্টিকুমড়া, করলা চাষ করেছেন। তিনি এখানে মোট ৪৯টি ডালিতে সবজি চাষাবাদ করেন, যার মধ্যে ২২টি ডালিতে লাউ, ১১টি ডালিতে মিষ্টিকুমড়া ও ১৬টি ডালিতে করলার গাছ লাগান। এটি সিলেট অঞ্চলের জন্য একটি নতুন প্রযুক্তি।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার মো: আব্দুল মতিন বলেন-মূলত খরিফ-২ মৌসুমে জলাবদ্ধতার কারণে সবজি উৎপাদন ব্যাহত হয় ও বাজারদর বেড়ে যায় এবং সবজি অন্যান্য জেলা থেকে আনতে হয়। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে কোম্পানীগঞ্জসহ সিলেটে বিদ্যমান জলাবদ্ধ জমিতে মাচা তৈরির মাধ্যমে ডালি পদ্ধতিতে সবজি চাষ হতে পারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের একটি উত্তম মাধ্যম।

তরুন উদ্যোক্তা নাবিল হাসান জানান, সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়। হলুদ ফাঁদ, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক এবং ফলন বৃদ্ধির জন্য লাউ-কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ন, ২জি, ৩জি কাটিং এর মত বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে পানির ওপর বাঁশের খুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয় ডালি। বাঁশ, নাইলনের শক্ত নেট ও ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো হয় এ ডালি। জলাবদ্ধ জমির ওপর বাঁশের মাচায় রাখা ডালিতে কচুরিপানা দিয়ে তৈরি কম্পোস্ট সার ও সামান্য মাটি রেখে তাতেই লাগানো হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সবজির চারা। একই সঙ্গে নিচে জমে থাকা পানিতে হচ্ছে মাছ চাষ ও হাঁস পালন। নতুন এ পদ্ধতিতে চাষ দেখতে প্রতিনিয়ত আসছেন এলাকার কৃষকরা।

*কৃষিবিদ ফাহমিদা আক্তার, কৃতসা, সিলেট*

# উফশী জাত উদ্ভাবনে প্রায় বিশ কোটি মানুষের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপিসি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো. ফিরোজ সরকার ও জেলা প্রশাসক, খুলনা ড. মো. তৌফিকুর রহমান।

কৃষিখাত দেশের অর্থনীতি, খাদ্যনিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানে মৌলিক ভূমিকা পালন করে আসছে। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, আবাদযোগ্য জমির হ্রাস, নগরায়ণ, পানির ঘাটতি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা ভবিষ্যতের কৃষি ব্যবস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি, স্মার্ট কৃষি যন্ত্রপাতি, জেনেটিক অগ্রগতি, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি এগুলো কৃষিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। কৃষি সচিব আরো বলেন, নতুন নতুন গৃহীত প্রকল্পগুলো পরিবেশের উপর কোন দীর্ঘমেয়াদী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে কি না সে বিষয়গুলো এ পরিকল্পনায় আনতে হবে। বর্তমানে কৃষি উন্নয়ন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই নির্ধারণ হচ্ছে। ২০৫০ সালে আমরা কৃষিকে যে অবস্থানে দেখতে চাই সেটা আগে নির্ধারণ করে কৃষির প্রকল্প ও প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উপস্থিত সকলের প্রতি তিনি আহবান জানান।

সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিএডিসির চেয়ারম্যান, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও অগ্রগামী কৃষক-কৃষাণীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেলে কৃষি সচিব খুলনার দৌলতপুরস্থ হর্টিকালচার সেন্টার ও কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও পরে খুলনা অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন।

*কৃষিবিদ শারমিনা শামিম, কৃতসা, খুলনা*

# কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও এর উদ্যোগে পালিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

কাজ করতে তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের আহবান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোরারোপ করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মেকাবিলা করে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়ছে, পাশাপাশি পলি জমে নতুন ভূখণ্ডও সৃষ্টি হচ্ছে। এ জমি যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে সংকট হবে না। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের ফলে খাদ্য চাহিদা ও সরবরাহ বেড়েছে। সবাই একসাথে কাজ করলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

অনুষ্ঠানে বিশ্ব খাদ্য দিবসের ওপর থিমেটিক পোস্টার অংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। (বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫)।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

# পুষ্টি কর্নার : পেয়ারা

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ। পেয়ারাকে বহুবিধ গুণের কারণে মিসরীয় অঞ্চলের আপেল বলা হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে জলীয় অংশ ৮১.৭ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৫.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৫১ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.৩ গ্রাম, শর্করা ১১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৪ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.২১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২ ০.০৯ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ২১০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

*সংকলন-কৃষি ডায়েরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস*

সার সংশ্রয় এবং অধিকে ফলন প্রাপ্তিতে আধুনিকে প্রযুক্তি "খামারি" মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করুন

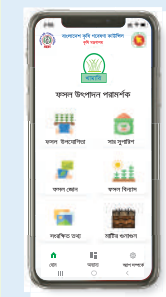

'খামারি' মোবাইল অ্যাপ

# কৃষি তথ্য বার্তা

৪৯তম বর্ষ ❑ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
❑ আশ্বিন-১৪৩২ বঙ্গাব্দ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ


## কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও এর উদ্যোগে পালিত হয়েছে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাসুদুল হাসান, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও এর উদ্যোগে পালিত হয়েছে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৫। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাসুদুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, এফএও বাংলাদেশের প্রতিনিধি দিয়া সানাও (Dia Sanou) ও আইএফআইডি বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. ভেলেন্তাইন আচাঙ্কো (Dr. Valantine Achancho)।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. খোন্দকার মোঃ ইফতেখারুদ্দৌলা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষি বিষয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কৃষি বিষয়ক গবেষণার ফল কৃষকের কাছে যাতে পৌঁছে সেভাবে

*এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

## বরিশালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কৃষি রূপান্তর ২০৫০ বিষয়ক কর্মশালায় কৃষি সচিব

বাংলাদেশের কৃষি রূপান্তর ২০৫০ বিষয়ক কর্মশালা বরিশালে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নগরীর বান্দ রোডে অবস্থিত হোটেল গ্রান্ড পার্কের হলরুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার (রুটিন দায়িত্ব) মো. আহসান হাবীব। গেস্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন বরিশালের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, মানুষের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ২০৫০ সালের কৃষিকে কীভাবে এগিয়ে নিতে হবে তা এখন থেকেই ভাবতে হবে। একইসাথে উৎপাদিত খাবার যেন নিরাপদ হয় সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা জরুরি। তিনি বলেন, চলতি

*এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১*

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

## কৃষি তথ্য সার্ভিস হবে কৃষির প্রাণ– কৃষি সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর সংস্থার কৃষি তথ্য প্রচারে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ছাড়া কৃষক পর্যায়ে যেকোনো তথ্য সেবা যেন সকলে পায় এটা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের বিভিন্ন কৃষি উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের কৃষির প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তুলতে তাদের সব ধরনের তথ্য সহায়তা কৃষি তথ্য সার্ভিসকে দেয়ার আহ্বান জানান তিনি। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে মাননীয় কৃষি সচিবের সাথে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতবিনিময় সভায় কৃষি সচিব একথা বলেন।

প্রধান অতিথি আরও বলেন, কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক নির্মিত ডকুমেন্টারিগুলো সারাদেশের কৃষকসহ দেশের ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিজস্ব অনলাইন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে তথ্য প্রচার করতে হবে। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ

*এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১*


সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd